daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 11-05-2022 (Page: B4)

Country won't face food shortage: Razzaque

Agriculture Minister Md Abdur Razzaque holds a meeting with a delegation of International Rice Research Institute (IRRI) led by its Regional Representative for Asia Nafees Meah, at the Secretariat in the capital on Tuesday.

STAFF CORRESPONDENT

Agriculture Minister Md Abdur Razzaque on Tuesday said that Bangladesh would not suffer from food shortage except if any severe natural disasters happen.

He said this year Boro paddy is cultivated on more than targeted areas of 90 thousand hectares of land.

Agriculture minister made the remarks at a meeting with a delegation of International Rice Research Institute (IRRI) led by its Regional Representative for Asia Nafees Meah, at the Secretariat in the capital on Tuesday.

The minister said the government is laying stress on developing new verities of rice.

"To ensure food security, we are putting emphasis on invention of new varieties of rice that can be stress tolerant, including drought and salt. Our scientists have already developed some varieties of rice that is cultivated in saline-prone areas. However, we need more types," the minister said.

The minister also sought support from IRRI to develop new varieties of rice.

During the meeting, the International Rice Research Institute assured Bangladesh that it will assist the country in the research of new types of rice.

Besides, scientists from Bangladesh are able to receive training from IRRI South Asia Regional Centre (IRRI-SARC) at Varanasi of India on rice research.

IRRI representative Nafees Meah said that Prime Minister Sheikh Hasina will be invited to its upcoming International Rice Conference that will be held in 2023.

Sangbad Online
সংবাদ

তারিখঃ ১১-০৫-২০২২ (পৃঃ ১২,০২)

ঘাতসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে ইরি'র সহযোগিতার আশ্বাস

দেশে খাদ্য সংকট হবে না : কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল (স্ট্রেস টলারেন্ট) ধানের জাত উদ্ভাবন ও গবেষণায় বাংলাদেশকে আরও বেশি করে সহযোগিতা করবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)। এছাড়া ভারতের বারানসিতে অবস্থিত ইরি দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক অফিসে স্থাপিত বিশ্বমানের গবেষণাগারে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা দ্রুত ধানের জাত উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।

গতকাল বিকেলে সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী ড. আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে

- হাওরে সাত হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে
- সরিষার আবাদ বৃদ্ধিতে সরকারের জোর

বৈঠকে ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া এ কথা জানান। বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হোমনাথ ভাণ্ডারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। ইতোমধ্যে দেশের বিজ্ঞানীরা উন্নতমানের অনেকগুলো জাত উদ্ভাবন করেছে। তারপরও আরও জাত দরকার। এ বিষয়ে আমরা ইরির সহযোগিতা চাই।'

ইরির প্রতিনিধিদল এ সময় বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়ে জানতে চান ও রিলিজের

➤ পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

ঘাতসহনশীল ধানের

(১২ পৃষ্ঠার পর)

অনুরোধ জানান। দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়টি বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন আছে বলে জানান মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, 'দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়ে পরিবেশবাদী ও সুশীল সমাজের আপত্তি রয়েছে।' ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ধান সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হবে বলে জানান ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী বলেন, 'বড় কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে দেশে খাদ্য সংকট হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই মুহূর্তে মাঠে ধানের অবস্থা ভালো। এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৯০ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। হাওরে ৪ লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে আগাম বন্যায় প্রায় সাত হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সময়মতো বাঁধ রক্ষা, অনুকূল আবহাওয়া ও যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে ধান কাটার ফলে ইতোমধ্যে হাওরের ধান ঘরে তোলা গেছে।'

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ১১-০৫-২০২২ (পৃঃ ১২)

ঘাতসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে সহযোগিতা করবে ইরি

লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল (স্ট্রেস টলারেন্ট) ধানের জাত উদ্ভাবন ও গবেষণায় বাংলাদেশকে আরো বেশি করে সহযোগিতা করবে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি)। এ ছাড়া ভারতের বারানসিতে ইরির দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক অফিসে বিশ্বমানের গবেষণাগারে বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা দ্রুত ধানের জাত উদ্ভাবনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সচিবালয়ে কৃষিমন্ত্রী মো. আব্দুর রাজ্জাক এমপির সঙ্গে বৈঠকে ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া এ কথা জানান। বৈঠকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব কমলারঞ্জন দাশ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহজাহান কবীর, ইরির বাংলাদেশ প্রতিনিধি হোমনাথ ভাণ্ডারি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, ‘খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করতে লবণ, খরাসহ বিভিন্ন ঘাতসহনশীল ধানের জাত উদ্ভাবনে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। এরই মধ্যে দেশের বিজ্ঞানীরা উন্নত মানের অনেক জাত উদ্ভাবন করেছেন। তার পরও এ ধরনের আরো জাত দরকার। এ বিষয়ে আমরা ইরির সহযোগিতা চাই। ’

ইরির প্রতিনিধিদল এ সময় বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়ে জানতে চান এবং রিলিজের অনুরোধ জানান। দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়টি বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশে গোল্ডেন রাইস রিলিজের বিষয়ে পরিবেশবাদী ও সুধসমাজের আপত্তি রয়েছে।

২০২৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য আন্তর্জাতিক ধান সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ করা হবে বলে জানান ইরির এশিয়া প্রতিনিধি নাফিস মিয়া।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে দেশে খাদ্যসংকট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এ মুহূর্তে মাঠে ধানের অবস্থা ভালো। এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ৯০ হাজার হেক্টর বেশি জমিতে বোরো আবাদ হয়েছে। হাওরে চার লাখ ৫২ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে আগাম বন্যায় প্রায় সাত হাজার হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সময়মতো বাঁধ রক্ষা, অনুকূল আবহাওয়া ও যন্ত্রের মাধ্যমে দ্রুততার সঙ্গে ধান কাটার ফলে এরই মধ্যে হাওরের ধান ঘরে তোলা গেছে।

সরিষার আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোজ্য তেলের আমদানিনির্ভরতা কমাতে কাজ চলছে বলে জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী তিন-চার বছরের মধ্যে ভোজ্য তেলের চাহিদার ৪০ শতাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব হবে।